Profile of Amraipari Paribarik Nirjaton Protirodh Jot(WECAN)

প্রতিষ্ঠানের নাম: আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট (WECAN)
ইংরেজি: Amrai Pari Paribarik Nirjaton Protirodh Jot (WECAN)
ঠিকানা: আমরাই পারি সচিবালয়
৬/৪এ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
প্রতিষ্ঠা কাল: ২০০৪
প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম: বাংলা: জিনাত আরা হক
ইংরেজি: Zinat Ara Haque
পদবী: নির্বাহী সমন্বয়কারী
ফোন নম্বর: +৮৮(০)২৯১৩০২৬৫
মোবাইল নম্বর:০১৭১৩০৯০৬২১
ইমেইল: wecan_secretariatbd@yahoo.com
Web: www.wecan-bd.org
তথ্য প্রদানকারী ব্যাক্তির নাম: বাংলা: মাহবুবুল আলম
ইংরেজি: Mahbubul Alom
পদবী: ফিল্ড অফিসার
ফোন নম্বর:
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬২৩৫৪৫৪

এক নজরে সংস্থার পরিচিতিঃ 'আমরাই পারি' জোট শক্তিশালী অবস্থান হচ্ছে এটি কোন একক সংগঠন নয়, বরং একটি জোট চালিত ক্যাম্পেইন হিসেবে পরিচিত। এই ক্যাম্পেইনের সূচনা থেকে নেতৃত্ব দান এবং সকল বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ জোটই করে আসছে। এনজিও, সুশীল সমাজ, আইনজীবী সমিতি, শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা প্রগতিশীল এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল, তারাই জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে জোট গঠন করছে। ২০১১ সালে আমরাই পারি জোট বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে স্বাধীন ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ স্ট্রেংদেন সিভিল সোসাইটি প্রটেক্টস এন্ড প্রমোট উইমেন রাইটস প্রজেক্ট এর মাধ্যমে আমরাই পারি জোট 'মানবাধিকার এবং গনতন্ত্র সমুন্নত করতে সিভিল সোসাইটি, ডেমোক্রেসী একটিভিস্ট এবং হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডাররা সক্রিয়ভাবে কাজ করবে' সামগ্রিক এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নতুন প্রকল্পের কাজ শুর করছে।

প্রকল্পটির মুল লক্ষ্য হলো নারী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারকে সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখা, জেন্ডারভিত্তিক সমতা ও গণতান্ত্রিক মুল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রকল্পটি সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখবে।
- নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো নারী ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে প্রান্তিক পর্যায় থেকে জাতিয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুশীল সমাজের দক্ষতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় থেকে জাতিয় পর্যায়ে নাগরিক ও পাবলিক অথরিটির মধ্যে কার্যকরী সংলাপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনীতি ও জনসেবার গুনগত মান উন্নতি হবে। মুল আবেদনকারী ও সহ-আবেদনকারীর সংশ্লিস্ট কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- প্রান্তিক পর্যায়ে বিদ্যমান পলিসিসমুহের নিয়মতান্ত্রিক অবলোকনের মাধ্যমে বিদ্যমান পলিসির ঘাটতি খুজে বের করা, উত্তম চর্চাসমুহের ব্যবহার করা যা পলিসি রিফর্ম ও গাইডলাইন তৈরীতে ভুমিকা পালন করবে।
- প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোকে সাধারন ও মুল্যসাশ্রয়ী করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সুশীল সমাজ, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার, ডেমোক্রাটিক এ্যাকটিভিস্টদের সংগঠিত করা, সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সংলাপের আয়োজন করা ও জাতিয় পর্যায়ের সুশীল সমাজের সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সমুহ মুল উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে ও ইউ'র কৌশলগত কাঠামো, কর্মপরিকল্পনা, মানব সম্পদ ও গনতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করবে। সংগঠিত ও দক্ষ সুশীল সমাজের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হবে ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় ভুমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের সুনিদিষ্ঠ লক্ষ্যঃ

প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে -

- স্থানীয় ও আঞ্চলিক হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ও তাদের সুশীল সমাজের সদস্যগণ নারীর অধিকার রক্ষা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে প্রতিহত করতে দক্ষ হবে।
- নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও নারীর অধিকার রক্ষায় সুশীল সমাজ ও পাবলিক অথরিটির মধ্যে কার্যকরী অংশীদারীত্বমুলক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।
- সুশীল সমাজ এ্যালায়েন্স নারীর উপর পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ও বাল্যবিয়ে আইনের প্রভাব অবলোকন করবে ও পলিসি উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে